রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - রমাযানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

প্রত্যেক দুই রাকআতের মাঝে যিক্র

প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরে তসবীহ, ইস্তিগফার বা দুআ পড়া দোষাবহ নয়। তবে এ সময় উচ্চস্বরে সে সব পড়া উচিৎ নয়। কারণ, তার কোন দলীল নেই।[1]

প্রকাশ থাকে যে, ঐ সকল যিক্র বা দুআ যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এই নামাযের প্রত্যেক ২ রাকআত পরপর সালাম ফিরে নির্দিষ্ট যিক্র; যেমন “সুবহানা যিল মুলকি অল-মালাকূত, সুবহানা যিল ইয্যাতি অল-আযামাহ---” পড়া বিদআত।[2] এ স্থলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অথবা তাঁর কোন সাহাবী (রাঃ) কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট দুআ বা যিক্র বর্ণিত হয়নি।

যেমন তারবীহর নামায শেষে অথবা প্রত্যেক ২ রাকআত পর পর নিয়মিত কোন নির্দিষ্ট জামাআতী যিক্র; যেমন সমস্বরে জামাআতী দরূদ আদি পড়া অবিধেয়; বরং তা বিদআত। মসজিদে এই শ্রেণীর চিৎকার ঘৃণ্য আচরণ এবং তা মসজিদে অন্যান্য নিষিদ্ধ কথা বলারই শ্রেণীভুক্ত।[3]

ফুটনোট

[1] (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/৯৮)

[2] (মু’জামুল বিদা’ ৩২৯পৃঃ)

[3] (ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ২/২৪৭)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4097

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন